২৬-০২-১৯ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই শরীরে জীবন্মৃত হওয়ার অভ্যাস করো - 'আমিও আত্মা, তুমিও আত্মা' -- এই অভ্যাসেই মমতা দূর হয়ে যাবে"

প্রশ্ন :-- সবথেকে উঁচু লক্ষ্য কি ? সেই লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করার নিদর্শন কি হবে ?

উত্তর :-- সমস্ত দেহধারীদের প্রতি মমতা দূর হয়ে যাবে, সদা ভাই - ভাইয়ের স্মৃতি থাকবে - এটাই হল উচ্চ লক্ষ্য । এই লক্ষ্যে তারাই পৌঁছাতে পারবে, যারা নিরন্তর দেহী - অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করে । দেহী - অভিমানী না হলে কোথাও না কোথাও আটকে যাবে, নয় নিজের শরীরে না হলে কোনো না কোনো মিত্র - সম্বন্ধীর শরীরে । তাদের কারোর কথা ভালো লাগবে বা কারোর শরীর সুন্দর মনে হবে । উচ্চ লক্ষ্যে যারা পৌঁছাবে, তারা দেহের প্রতি আকৃষ্ট থাকবে না । তাদের দেহ - ভাবের বোধ ভঙ্গ হবে ।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের (রুহানী) বাবা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদের বলছেন - দেখো বাচ্চারা, আমি তোমাদের আমার তুল্য বানাতে এসেছি । এখন বাবা তাঁর নিজের তুল্য বানাতে কিভাবে আসবেন ? তিনি হলেন নিরাকার, তিনি বলেন, আমি নিরাকার। বাচ্চারা, আমি তোমাদের নিজের সমান অর্থাৎ নিরাকারী বানাতে, কিভাবে জীবন্মৃত হতে হয় তা শেখাতে এসেছি । বাবা তো নিজেকেও আত্মা মনে করেন, তাই না । তাঁর এই দেহ - ভাব নেই । শরীরে থেকেও তাঁর শরীরের বোধ নেই । এই শরীর তো তাঁর নয়, তাই না । বাচ্চারা তোমরাও এই দেহ - ভাব দূর করো । তোমাদের, অর্থাৎ আত্মাদের আমার সাথেই যেতে হবে । এই শরীর আমি যেমন লোন নিয়েছি, তেমনি আত্মারাও লোন নেয় অভিনয় করার জন্য । তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে শরীর ধারণ করে এসেছ । এখন আমি যেমন বেঁচে থেকেও এই শরীরে আছি কিন্তু পৃথক অর্থাৎ মৃত্যু তুল্য । দেহ ত্যাগ করাকে মৃত্যু বলা হয় । তোমাদেরও এমনই জীবন্মৃত হতে হবে । আমিও আত্মা, তোমরাও আত্মা । তোমাদেরও আমার সঙ্গে যেতে হবে, নাকি এখানে বসে থাকবে ? এই শরীরে তোমাদের জন্ম - জন্মান্তরের মোহ আছে । আমি যেমন অশরীরী, তোমরাও তেমনি বেঁচে থেকেও নিজেদের অশরীরী মনে করো । আমাদের এখন বাবার সাথে চলে যেতে হবে । বাবার যেমন এই শরীর পুরানো, তোমাদের আত্মাদেরও এই শরীর পুরানো । এই পুরানো জুতো রূপী শরীরকে ত্যাগ করতে হবে । আমার যেমন এই শরীরের প্রতি কোনো মমত্ব নেই, তোমরাও এই পুরানো দেহ রূপী জুতো থেকে মমতা দূর কর । তোমাদের এই মমতা রাখার অভ্যাস হয়ে গেছে । আমার এই অভ্যাস নেই । আমি জীবন্মৃত অবস্থায় আছি । তোমাদেরও এমন জীবন্মৃত হতে হবে । আমার সঙ্গে যেতে হলে এখন এই অভ্যাস করো । কত পরিমাণে দেহ - ভাব থাকে, তা আর বোলো না । শরীর রোগী হওয়া সত্ত্বেও আত্মা তাকে ছাড়তে চায় না, তোমাদের এর থেকে মমতা দূর করতে হবে । আমাদের তো অবশ্যই বাবার সঙ্গে চলে যেতে হবে । নিজেকে শরীর থেকে পৃথক মনে করতে হবে । একেই জীবন্মৃত বলা হয় । নিজের ঘরের কথাই মনে থাকবে । তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে এই শরীরে থেকে এসেছ, তাই তোমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয় । বেঁচে থেকেও মরে যেতে হয় । আমি তো সাময়িক ভাবে এনার মধ্যে আসি । তাই নিজেকে মৃত মনে করলে অর্থাৎ নিজেকে আত্মা মনে করে চললে কোনো দেহধারীর প্রতিই আর মমতা থাকবে না । বেশীরভাগ সময় কারোর না কারোর প্রতি মোহ হয়ে যায় । ব্যাস্, তাকে না দেখে থাকতে পারে না । এই দেহধারীর স্মরণ একদম উড়িয়ে দেওয়া উচিত, কেননা লক্ষ্য খুবই বড়

। খেয়েদেয়েও যেন এই শরীরে নেই । তোমাদের এমন অবস্থাই পাকা করতে হবে, তাহলেই আট রত্নের মালায় আসতে পারবে । পরিশ্রম ছাড়া উঁচু পদ পাওয়া সম্ভবই নয় । জীবন্মৃত হয়েই তোমরা বুঝতে পারবে যে, আমি তো ওখানেরই অধিবাসী । বাবা যেমন এনার মধ্যে সাময়িক বসে আছে, তেমনই এখন আমাদেরও ঘরে ফিরে যেতে হবে । বাবার যেমন মমতা নেই, তেমনই আমাদেরও এতে কোনো মমতা রাখা চলবে না । বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানোর জন্য বাবাকে তো এই শরীরে এসে বসতে হয় ।

তোমাদের এখন ফিরে যেতে হবে তাই কোনো দেহধারীর প্রতি যেন মমত্ব না থাকে । অমুকে খুব ভালো, খুবই মিষ্টি -- আত্মার বুদ্ধি তো এইভাবেই চলে যায়, তাই না । বাবা বলেন যে, শরীরকে নয়, আত্মাকে দেখতে হবে । শরীরকে দেখলে তোমরা আটকে যাবে । এই লক্ষ্য হলো খুবই বড় । তোমাদেরও জন্ম - জন্মান্তরের পুরানো মমত্ব আছে । বাবার কোনো মমত্ব নেই, তাই তো তিনি তোমাদের শেখাতে এসেছেন । বাবা নিজেই বলেন, আমি তো এই শরীরে আটকে নেই, তোমরা আটকে রয়েছো । আমি তোমাদের মুক্ত করতে এসেছি । তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন তোমরা শরীরের ভাব ত্যাগ করো । দেহী - অভিমানী হয়ে না থাকার কারণে তোমরা কোথাও না কোথাও আটকে যেতে থাকবে । কারোর কথা ভালো লাগবে, কারোর আবার শরীরকে ভালো লাগবে, তাই ঘরেও তাদের কথাই মনে আসবে । শরীরের প্রতি প্রেম থাকলে তোমরা হেরে যাবে । এমনভাবে অনেকেই খুব খারাপ হয়ে যায় । বাবা বলেন যে,স্ত্রী - পুরুষের সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো । এও আত্মা আর আমিও । আত্মা মনে করতে করতে দেহ - ভাব অবলুপ্ত হবে । বাবার স্মরণেই বিকর্মের বিনাশ হবে । এই বিষয়ে তোমরা খুব ভালোভাবে বিচার সাগর মন্থন করতে পারো । বিচার সাগর মন্থন না করলে তোমরা উচ্ছসিত হতে পারবে না । এ কথা পাকা হওয়া উচিত যে, আমাদের বাবার কাছে অবশ্যই যেতে হবে । মূল বিষয় হলো স্মরণের ৮৪ এর চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে, আবার শুরু হতে হবে । এই শরীর থেকে মমত্ব দূর না করলে তোমরা আটকে পড়বে, হয় নিজের শরীরে, আর নয় কোনো মিত্র - সম্বন্ধীর শরীরে । তোমরা অন্য কারোর সঙ্গে মনকে যুক্ত করবে না । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । আমি আত্মাও নিরাকার, বাবাও নিরাকার, ভক্তিমার্গে অর্ধেক কল্প তোমরা বাবাকে স্মরণ করে এসেছ । "হে প্রভু" বললে শিবলিঙ্গের স্মৃতিই সামনে আসে । কোনো দেহধারীকে "হে প্রভু" বলা যাবে না । সকলেই শিব মন্দিরে যায়, তাঁকেই পরমাত্মা মনে করে পুজো করে । উঁচুর থেকে উঁচু ভগবান একজনই । উঁচুর থেকে উঁচু অর্থাত্ পরমধাম নিবাসী । ভক্তিতেও প্রথমে একজনেরই অব্যাভিচারী ভক্তি ছিলো । তারপর ব্যাভিচারী হয়ে যায় । তাই বাবা বারবার বাচ্চাদের বোঝান যে, উঁচু পদ পেতে হলে তোমরা এই অভ্যাস করো । দেহ বোধ ত্যাগ করো । সন্ন্যাসীরাও বিকার ত্যাগ করে, তাই না । আগে তো তাঁরা সতোপ্রধান ছিলো, এখন ওরাও তমোপ্রধান হয়ে গেছে । সতোপ্রধান আত্মারা অপবিত্র আত্মাদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করে কারণ আত্মা পবিত্র । যদিও তারা পুনর্জন্ম নেয় তবুও পবিত্র হওয়ার কারণে আকর্ষণ করে । তাদের কতো অনুসরণকারী তৈরী হয় । পবিত্রতার যতো শক্তি থাকে, ততোই অনুসরণকারী তৈরী হয় । এই বাবা হলেন চির পবিত্র এবং গুপ্ত । ইনি তো ডবল, সম্পূর্ণ শক্তি তাঁর । ব্রহ্মার নয় । শুরুতেও তিনিই তোমাদের জন্য চেষ্টা করেছেন,এই ব্রহ্মা নন কারণ তিনি তো চির পবিত্র । তোমরা কেউই এনার (ব্রহ্মার) পিছনে দৌড়াবে না । ইনি বলেন, আমি তো সবথেকে বেশী, সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম প্রবৃত্তি মার্গে ছিলাম । ইনি তো তোমাদের আকর্ষণ করতে পারবেন না । বাবা বলেন, আমি তোমাদের আকর্ষণ করেছি । যদিও সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে তবুও আমার মতো পবিত্র তো কেউই হবে না ।

তাঁরা তো সব ভক্তিমার্গের শাস্ত্র ইত্যাদি শোনান । আমি এসে তোমাদের সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার শোনাই । চিত্রতেও দেখানো হয়েছে, বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা বের হয়েছেন, আর ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেখানো হয় । এখন বিষ্ণু তো ব্রহ্মার দ্বারা শাস্ত্রের সার শোনান না । ওরা তো বিষ্ণুকেও ভগবান মনে করে নেয় । বাবা বোঝান, আমি এই ব্রহ্মার দ্বারা শোনাই । আমি কখনোই বিষ্ণুর দ্বারা শাস্ত্রের সার শোনাই না । কোথায় ব্রহ্মা আর কোথায় বিষ্ণু । ব্রহ্মাই বিষ্ণু হন এরপর ৮৪ জন্মের পরে আবার সঙ্গম হবে । এ তো নতুন কথা, তাই না । বোঝানোর জন্য এ কতো আশ্চর্যের কথা ।

বাবা বলেন যে -- বাচ্চারা, তোমাদের জীবন্মৃত হতে হবে । তোমরা তো শরীরে বেঁচে থাকো । তোমরা মনে করো, আমরা তো আত্মা, আমরা বাবার সাথে চলে যাবো । এই শরীর ইত্যাদি কিছুই নিয়ে যেতে পারবো না । বাবা এখন এসেছেন, কিছু তো নতুন দুনিয়ায় ট্রান্সফার করে দেবেন । মানুষ দান - পুণ্য ইত্যাদি করে অন্য জন্মে কিছু পাবার জন্য । তোমরাও নতুন দুনিয়ায় পাবে । তারাই করবে যারা আগের কল্পে করেছিলো । কম চেষ্টায় কিছুই হবে না । তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকবে । কিছু বলারও দরকার নেই তাও বাবা বুঝিয়ে বলেন তোমরা যা কিছুই করবে তারও অহংকার আসা উচিত নয় । আমরা আত্মারা এই শরীর ত্যাগ করে যাবো । সেখানে নতুন দুনিয়াতে গিয়ে নতুন শরীর ধারণ করবো । এমন বলা হয় যে ----রাম গেলো, রাবণ গেলো ----রাবণের পরিবার কতো বড় । তোমরা তো অল্প কয়েক মুষ্ঠি । এ সমস্তই রাবণের সম্প্রদায় । তোমাদের রাম সম্প্রদায় কতো অল্প - মাত্র নয় লাখ । তোমরা তো ধরিত্রীর নক্ষত্র । মা - বাবা আর তোমরা বাচ্চারা । বাবা তাই বারবার বাচ্চাদের বোঝান যে, জীবন্মৃত হওয়ার প্রচেষ্টা করো । যদি কাউকে দেখে বুদ্ধিতে মনে হয় যে - এ তো খুবই ভালো, খুবই মিষ্টি করে বোঝায়, এও মায়ারই আঘাত, মায়া লোভ দেখায় । তাদের ভাগ্যে নেই তাই মায়া সামনে এসে দাঁড়ায় । যতোই বোঝাও রাগ হয়ে যায় । এও বোঝে না যে, এই দেহ অভিমানই এই কাজ করাচ্ছে । আবার বেশী বোঝালে ভেঙ্গে পড়বে তাই ভালোবেসে বোঝাতে হয় । কারোর প্রতি মন লেগে গেলে, পাগল হয়ে যায় । মায়া একদম অবুঝ করে দেয় তাই বাবা বলেন, কখনোই কারোর নাম রূপে আটকে যেও না । আমি আত্মা, আর এক বাবা যিনি বিদেহী, তাঁর প্রতিই প্রেম রাখতে হবে । এই হলো পরিশ্রম । কোনো দেহের প্রতিই যেন মমতা না থাকে । এমন নয় যে ঘরে বসেও এমন কথা স্মরণে আসবে - খুব মিষ্টি, খুব ভালো বোঝায় । আরে, মিষ্টি তো জ্ঞান । আত্মা হলো মিষ্টি । আত্মাই কথা বলে । কখনোই কোনো শরীরের প্রতি প্রেমিক হবে না ।

আজকাল তো ভক্তিমার্গ অনেক । আনন্দময়ী মাকেও মা - মা বলে স্মরণ করতে থাকে । আচ্ছা, বাবা কোথায় ? অবিনাশী উত্তরাধিকার বাবার থেকে পাবে না মায়ের থেকে ? কেবল মা - মা বললেই সামান্যতম পাপও কাটবে না । বাবা বলেন, মামেকম্ (আমাকে) স্মরণ করো । নাম - রূপে আটকে যেও না, তাহলে আরো পাপ হয়ে যাবে, কেননা তোমরা তখন বাবার অবাধ্য সন্তান হয়ে যাও । অনেক বাচ্চারাই ভুলে গেছে । বাবা বোঝান যে, বাচ্চারা, আমি তোমাদের নিতে এসেছি , তাই অবশ্যই তোমাদের নিয়ে যাবো, তাই তোমরা আমাকে স্মরণ করো । এক আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের পাপ কাটবে । ভক্তিমার্গে তোমরা অনেককে স্মরণ করে এসেছো কিন্তু বাবা ছাড়া কিভাবে কাজ হবে । বাবা কখনোই বলেন না যে, মাকে স্মরণ করো । বাবা তো বলেন, আমাকে স্মরণ করো । আমিই হলাম পতিত - পাবন । তোমরা বাবার নির্দেশে চলো । তোমরাও বাবার নির্দেশে অন্যদের বোঝাতে থাকো । তোমরা কখনোই পতিত - পাবন নয় । স্মরণ তোমাদের একজনকেই করতে হবে । আমাদের

তো এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউ নেই । বাবা, আমরা তোমার কাছেই বলিহারি যাবো । বলিহারি তো শিববাবার কাছেই যেতে হবে, আর সকলকেই ভুলে যেতে হবে । ভক্তিমার্গে তো অনেককেই স্মরণ করে । এখানে তো এক শিববাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নয় । তবুও যদি কেউ নিজের মত চালাতে থাকে, তাহলে কি গতি - সদ্গতি হবে ! মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয় -- বিন্দুকে কিভাবে স্মরণ করবো ? আরে, তোমাদের নিজের আত্মার কথা স্মরণে নেই কি, যে আমি হলাম আত্মা । সেও তো বিন্দু রূপ । তাই তোমাদের বাবাও বিন্দু । বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায় । মা তো দেহধারী হয়ে যায় । তোমরা বিদেহীর থেকেই আশীর্বাদী বর্সা পাও তাই আর সব বিষয় ছেড়ে একের সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে । আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) দেহ ভাবকে সমাপ্ত করার জন্য চলতে - ফিরতে অভ্যাস করতে হবে -- যেন এই শরীর থেকে আমি মৃত, পৃথক । আমি যেন এই শরীরে নেই । শরীর ছাড়া আত্মাকে দেখো ।

২) কখনোই কোনো শরীরের প্রেমিক হবে না । এক বিদেহী বাবার প্রতিই ভালোবাসা রাখতে হবে । একের সঙ্গেই বুদ্ধিযোগ রাখতে হবে ।

বরদান :-- ব্রাহ্মণ জীবনের সর্ব সম্পদকে সফল করে সদা প্রাপ্তি সম্পন্ন হয়ে সন্তুষ্টমণি ভব

ব্রাহ্মণ জীবনের সবথেকে বড় সম্পদ হল সন্তুষ্ট থাকা । যেখানে সর্ব প্রাপ্তি, সেখানেই সন্তুষ্টতা, আর যেখানে সন্তুষ্টতা, সেখানেই সবকিছু । যে সন্তুষ্টতার রত্ন, সে সবকিছুরই প্রাপ্তি স্বরূপ, তাদের গীত হল -- যা পাওয়ার ছিল তা পেয়ে গেছি --- এমন সবকিছুর প্রাপ্তি সম্পন্ন হওয়ার বিধি - প্রাপ্ত সমস্ত সম্পদকে ব্যবহার করা, কেননা যত সফল করবে, ততোই এই সম্পদের বৃদ্ধি হবে ।

স্লোগান :-- হোলিহংস তাকেই বলা হয় যে অপগুণ রূপী কাঁকড় নয়, সর্বদা গুণ রূপী মুক্তো চয়ন করে ।